সংবাদ

2 6 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা

দেশের সাতটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলে আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে প্রকাশ। এরা নাকি বিএনপি-জামায়াতপন্থি এবং এদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অনিয়ম ও লুটপাটসহ নানা ধরনের অভিযোগ আছে। এদের কয়েকজনের ফাইল শিক্ষা মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা শুরু করেছে। অন্যভাবেও খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। আমরা সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছি। তবে এ ধরনের অভিযোগ শুধু সাতজন কেন দেশের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের মধ্যে আরও অনেকের বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদের ব্যাপারেও 'খোঁজ-খবর' নেয়া হলে অনেক অনাচার বেরিয়ে পড়তে পারে।

বিগত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে দেখা গেছে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দলীয় প্রভাবমুক্ত অথবা বিএনপি-জামায়াতের রাজনীতির প্রতি সহানুভূতিশীল নয়-এমন উপাচার্যরা একে একে বিদায় নিয়েছেন অথবা বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অযোগ্য দলীয় লোকদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে অকাতরে। বিএনপি-জামায়াত প্রার্থীদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতেন এসব উপাচার্য। সরকারি প্রভাব কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিএনপি, জামায়াত ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের প্রভাব বিস্তার করা হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা দলীয় রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট, এমনকি একাডেমিক কাউন্সিলেও দলীয় বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নেয়া হয়।

রাজনৈতিক দলীয়করণের ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ও শিক্ষকতার মান নেমে যাচ্ছে। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব গবেষণাও মার খাচ্ছে। নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দলীয় বিবেচনাই বড় হয়ে দেখা যাচ্ছে। মেধা ও যোগ্যতার বদলে দলীয় শিক্ষকদের ভোট-ব্যাংক বড় বিবেচনার বিষয় হয়ে পড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ শুধু দলীয় বিবেচনায় হয় না, সেখানে কর্তৃপক্ষের নিয়োগ-বাণিজ্যের বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পদ বা অর্থ বরাদ্দ না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি না নিয়ে নিয়োগ-বাণিজ্যের ঘটনা ঘটেছে। মঞ্জুরি কমিশন উপাচার্যদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ার হুমকি দিলে তারা সরকারপ্রধানের শরণাপন্ন হতেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর বলে বিবেচিত হয়েছেন।

অধিকাংশ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে স্বচ্ছতার বালাই নেই। স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়ে 'নিজেদের' লোককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অথচ মেধা ও যোগ্যতা হওয়া উচিত সব ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতির মাপকাঠি। দলীয়করণের ফলে মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষকরা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব ব্যাপারে কঠোর ও স্বচ্ছনীতি বাস্তবায়ন করা না হলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা ও গবেষণার মানের ক্রমাবনতি ঠেকানো যাবে না। এসব বিষয় অতীতে উত্থাপিত হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-কানুনের সংস্কার করে যুগোপযোগী করাটা থেমে গেছে সুবিধাভোগীদের প্রতিবাদের মুখে।

আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও তহবিল তসরূপের অভিযোগে কয়েকজন উপাচার্যকে বিদায় করে দিলেই পাবলিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে, তা মনে করার কারণ নেই। সবার আগে প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নজরদারি ও খবরদারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর জোরদার করা। তার জন্য প্রয়োজন হলে কিছু আইন-কানুনেরও সংস্কার করতে হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোরও উচিত জাতীয় স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত উপাচার্যদের সরিয়ে দেয়াটা শুরুর শুরু হতে পারে।